হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মে,২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : নাজরাতুন নাঈম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার(অ:দা:)
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

সভার তারিখ : ১৬ মে ২০২২, সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা

সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ

সভার হাজিরা : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি সভার শুরুতেই কমিটির সম্মানীত উপদেষ্টা মাননীয় সংসদ সদস্য,এডভোকেট মো: আবু জাহির মহোদয় এবং চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ জনাব মোতাচ্ছিরুল ইসলামসহ অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পরে নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
০১	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ	বিগত ১১.০৪.২০২২ খ্রি: তারিখের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়।	কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর
০২	সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা	(১) জনাব আব্দুর রহমান, সদস্য, উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর বলেন, রাজিউড়া ইউনিয়নের হুড়গাঁও ও সূচিউড়া গ্রামে ২জন খুন হয়েছেন। খুনের সাথে জড়িত নন এমন লোকজনকে আসামী করা হয়েছে। কোন নিরপরাধ লোক যাতে হয়রানীর শিকার না হন সেজন্য সুষ্ঠু তদন্ত করার প্রস্তাব করেন। (২) জনাব মো: আকরাম আলী, সদস্য, উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর বলেন, বোরো ধান কাটার পর বর্তমানে ফুটবল খেলার মৌসুম শুরু হয়েছে। খেলা পরিচালনা তথা নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হাঙ্গামার আশঙ্কা রয়েছে। এব্যাপারে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সম্পৃক্ততায় কমিটি গঠন করা হলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হ্রাস পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (৩) জনাব মো: বদরুল করিম দুলাল, চেয়ারম্যান, ৬ নং রাজিউড়া ইউপি বলেন, তার ইউনিয়নে ২টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের তৎপরতায় আসামীগণ গ্রেফতার হয়েছে। কোন নিরপরাধ লোক যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মামলা ২টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) হুড়গাঁও ও সূচিউড়া গ্রামের খুনের মামলায় কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুষ্ঠুভাবে তদন্তক্রমে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা
		(৪) জনাব আব্দুল মন্নান, চেয়ারম্যান, ৫ নং গোপায়া ইউপি বলেন, তার ইউনিয়নের কয়েকটি স্থানে জুয়ার আসর বসে। পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ যাওয়ার আগেই জুয়ারিরা পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, লস্করপুর ইউনিয়নের আদ্দাবখাই গ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী খোকা তার গ্রামের এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মারাত্মকভাবে কুপিয়েছে। বর্তমানে উক্ত জখমী সিলেটে চিকিৎসাধীন	কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী খোকার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা

		আছেন। খোকা একাধিক মামলার আসামী, জনগণের সহায়তায় তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। (৪) চেয়ারম্যান, ১০ নং লস্কপুরপুর ইউপি বলেন, খোকা একজন মাদক চোরাকারবারি। সে একাধিকবার মাদক মামলায় গ্রেফতার হয়েছে। সে কাউকে পরোয়া করে না। তার বিরুদ্ধে অনেক মামলা মোকদ্দমা রয়েছে। তিনি বলেন, তার ইউনিয়নের কতিপয় মাদক ব্যবসায়ীর সাথে পুলিশের যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশের সহায়তায় অপরাধীরা অপরাধে প্রশ্রয় পায় ও অপরাধ করে পার পেয়ে যায়		
		(৫) চেয়ারম্যান, ২ নং রিচি ইউপি বলেন, ১৮ বছর বয়সের কম বয়সী কেহ টমটম চালাতে পারবে না মর্মে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,তার ইউনিয়নে ও রাজিউড়া ইউনিয়নের মধ্যবর্তী হাওরে জুয়াসহ অবৈধ কার্যকলাপ হচ্ছে। এসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদেক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। (৬) চেয়ারম্যান, ১ নং লোকড়া ইউপি বলেন, তার ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ও লাখাই উপজেলার ভোমাপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে বানিকান্দি মৌজার সরকারি পতিত জমি কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে দখল করেছে, উক্ত সরকারি জমি উদ্ধার করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। (৭) চেয়ারম্যান, ৯ নং নিজামপুর ইউপি বলেন,তার ইউনিয়নে জুয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকবার সভায় আলোচনা করা হলেও আশানুরুপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ব্রাহ্মণডোরা ইউপি চেয়ারম্যান জজ মিয়াকে নিজামপুর ইউনিয়নের শরীফাবাদ এলাকায় আটকানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। মামালায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে আসামীভুক্ত করে হয়রানী করা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ বিষয়টি মিমাংসার জন্য তিনি মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	হাওরাঞ্চলে জুয়াসহ অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা
		(৮) উপজেলা শিক্ষা অফিসার,হবিগঞ্জ সদর বলেন, উপ-বৃত্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সনদ সংশোধন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য প্রস্তাব করেন। (৯) জনাব মোঃ ইয়াছিন আরাফাত রানা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), হবিগঞ্জ সদর বলেন, বানিকান্দি মৌজায় অবৈধভাবে	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সনদ সংশোধন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইউপি চেযারম্যান (সকল),হবিগঞ্জ সদর

		সরকারি জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এব্যাপারে লোকড়া ইউনিয়নের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান সাহেবের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জুন মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, শহরের রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে যানজট নিরসন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।		
		(১০) জনাব গোলাম মর্তুজা, নব যোগদানকৃত ওসি, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা বলেন, এপ্রিল, ২০২২ মাসে অত্র থানায় খুন-১, পুলিশ আক্রান্ত-১, সিধেল চুরি-১, মাদক আইনে ১০, অন্যান্য খাতে ১৭ মোট ৩০টি মামলা রুজু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজিউড়া ইউনিয়নে ২টি খুনের মামলার মূল আসামীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উক্ত এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খুনের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে। কোন নিরপরাধ লোককে হয়রানী করা হবে না। তিনি বলেন, লস্করপুর ইউনিয়নের কুখ্যাত ডাকাত খোকাকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বর্তমানে জেল হাজতে আছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে ১ জন করে বিট অফিসার নিয়োজিত আছেন, সপ্তাহে ২দিন হাট-বাজারে বসে লোকজনের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কোন পুলিশ সদস্য মাদকের সাথে জড়িত নয়। মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে পুলিশের হাত রয়েছে, এ কথা সঠিক নয়। কোন পুলিশ সদস্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জুয়ারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে।	হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও চুরি, ডাকাতি, মদ, গাঁজা ও জুয়াসহ বিভিন্ন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা
		(১১) জনাব মাহবুবুর রহমান আউয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর বলেন, রাজিউড়া ইউনিয়নের ২টি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মালামাল লুটপাটের কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, নতুন স্টেডিয়াম এলাকার রাস্তার পাশে পৌরসভার ময়লা আবর্জনা ফেলার দরুন রাস্তা উপর ময়লা চলে যাওয়ায় যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে । এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। (১২) জনাব ফেরদৌস আরা বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,	নতুন স্টেডিয়াম এলাকার রাস্তার উপর ময়লা আবর্জনা সরানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মেয়র,হবিগঞ্জ পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়।	মেয়র,হবিগঞ্জ পৌরসভা

		হবিগঞ্জ সদর বলেন, রাজিউড়া ইউনিয়নের খুনের মামলায় যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানীর শিকার না হয় এবং প্রকৃত অপরাধী যেন ছাড় না পায় সেজন্য সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। (১৩) জনাব মোতাচ্ছিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা নিয়মিতভাবে করার জন্য অনুরোধ জানান। রাজিউড়া ইউনিয়নের খুনের মামলায় কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন আসামীভুক্ত না হয় সেদিকে নজর রাখার আহবান জানান। লস্করপুর ইউনিয়নের ত্রাস সৃষ্টিকারী কুখ্যাত ডাকাত খোকার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, মদ, জুয়া মহামারী আকার ধারণ করেছে, এটি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রতিরোধে সকলকে সচেতন হতে হবে। এ উপজেলার ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য সকলে মিলেমিশে কাজ করার আহবান জানান।		
		(১৪) মাননীয় সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-৩ বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা নিয়মিতভাবে আহবান করে সভার কার্যবিবরণী উপজেলায় প্রেরণ করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ জানান।	নিয়মিত ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ উপজেলায় প্রেরণ করতে হবে।	ইউপি চেয়ারম্যান (সকল), হবিগঞ্জ সদর
		রাজিউড়া ইউনিয়নে খুনের মামলায় কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তদন্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, যশেরআব্দা গ্রামের কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী খোকার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কোন নিরপরাধ লোক যেন হয়রানীর শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মামলা ২টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করার এবং কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী খোকার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা
		তিনি বলেন ইদানিং দেখা যায়, গ্রাম গঞ্জে মারামারি ঘটনা ঘটলে দাঙ্গার পাশাপাশি পুলিশ এসল্ট মামলা রুজু করা হয়। এতে করে শুধু শুধু মামলার সংখ্যা বাড়ে, পুলিশ এসল্ট মামলার আসামী জামিনে বেরিয়ে আসে এবং আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই সনাতন পুলিশ এসল্ট মামলা না দিয়ে বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।		
		তিনি বলেন, মদ, জুয়ার সাথে জড়িত যেকোন দলের লোক হোক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মদ,জুয়ার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা
		তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে গঠিত কমিটির প্রধান সহকারী কমিশনার(ভূমি), হবিগঞ্জ সদর এর নিকট সুদখোরদের তালিকা দাখিল করার জন্য চেয়ারম্যান গণকে পুন: পরামর্শ প্রদান করেন। তালিকা	সুদখোরদের তালিকা তৈরী করে প্রেরণ ও তালিকা প্রাপ্তির পর যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইউপি চেয়ারম্যান (সকল), হবিগঞ্জ সদর

		প্রাপ্তির পর তিনি যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করবেন।		
		(১৫) সভাপতি বলেন, পৈল ইউপি চেয়ারম্যান পর পর ৫টি মিটিং এ অনুপস্থিত আছেন। এ সভায় মদ, জুয়া ও মাদকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পাশাপাশি আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ জানান। ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার তারিখ নির্ধারণপূর্বক জানানো হলে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হবে মর্মে জানান।	পৈল ইউপি চেয়ারম্যানকে নিয়মিতভাবে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা আয়োজন করে সভার কার্য বিবরণী প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা আহবানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইউপি চেয়ারম্যান (সকল), হবিগঞ্জ সদর
		তিনি গ্রাম আদালতের এপ্রিল, ২০২২ মাসের মামলার তথ্য নিম্নে ছক মোতাবেক উপস্থাপন করেন। এতে দেখা যায়, লুকড়া ইউনিয়নে ০২, রিচি ইউনিয়নে ১১, তেঘরিয়া ইউনিয়নে ১০, পৈল ইউনিয়নে ০৫, গোপায়া ইউনিয়নে ০৭, রাজিউড়া ইউনিয়নে ০৫ ও লস্করপুর ইউনিয়নে ০২ সর্বমোট ৪২টি মামলা অনিস্পন্ন অবস্থায় আছে।	অনিস্পন্ন মামলাগুলো বিধি মোতাবেক দ্রুত নিস্পত্তি করার কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইউপি চেয়ারম্যান (সকল), হবিগঞ্জ সদর

ছক

ইউনিয়নের নাম	গ্রাম আদালতের মোট সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
লুকড়া	০১	০১	-	০১	-	০১	
রিচি	০১	০৮	-	০৮	২	০৬	
তেঘরিয়া	০১	০৬	-	০৬	২	০৪	
পৈল	০১	০২	-	০২	-	০২	
গোপায়া	০১	০৩	-	০৩	-	০৩	
রাজিউড়া	০১	০২	-	০২	-	০২	
নিজামপুর	০১	-	-	-	-	-	
লস্করপুর	০১	০১	-	০১	-	০১	
মোট =	০৮	২৩	-	২৩	০৪	১৯	

সভায় অন্য কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[illegible] নাঈম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার(অ:দা:)
ও
সভাপতি
উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

স্মারক নং-০৫.৪৬.৩৬৪৪.০০১.০৪.০১১.২০২২- ৬৬৪ (৬০) তারিখ: ১৬ মে ২০২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-৩
০২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
০৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ
০৪। অধিনায়ক, র‍্যাব, হবিগঞ্জ
০৫। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
০৬। মেয়র, হবিগঞ্জ পৌরসভা।
০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০৮। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
০৯। সহকারী কমিশনার(ভূমি), হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
১০। অফিসার ইনচার্জ, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা, হবিগঞ্জ
১১। জনাব .... সদস্য(সকল),উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
১২। ....

16/5/22

নাজরাতুন নাঈম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার(অ:দা:)
ও
সভাপতি
উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

পরিশিষ্ট 'ক'

হবিগঞ্জ সদর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির ১৬-০৫-২০২২ খ্রি: তারিখের সভায় উপস্থিতির তালিকা :

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষরিত
০১	জনাব মাহবুবুর রহমান আউয়াল	ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,হবিগঞ্জ সদর	
০২	জনাব ফেরদৌস আরা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,হবিগঞ্জ সদর	
০৩	জনাব গোলাম মোর্তুজা	ওসি, হবিগঞ্জ সদর মডেল থানা, হবিগঞ্জ	
০৪	জনাব এম এ মোতালিব	চেয়ারম্যান, ৩ নং তেঘরিয়া ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
০৫	জনাব মো: বদরুল করিম দুলাল	চেয়ারম্যান, ৬ নং রাজিউরা ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
০৬	জনাব মো: কায়সার রহমান	চেয়ারম্যান, ১ নং লোকড়া ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
০৭	জনাব আব্দুর রহিম	চেয়ারম্যান, ২ নং রিচি ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
০৮	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান হিরো	চেয়ারম্যান, ১০ নং লস্করপুর ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
০৯	জনাব মো: আব্দুল মন্নান	চেয়ারম্যান, ৫ নং গোপায়া ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
১০	জনাব মো: আব্দুর রহমান	সদস্য, উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর	
১১	জনাব মো: তাজ উদ্দিন	চেয়ারম্যান, ৯ নং নিজামপুর ইউপি,হবিগঞ্জ সদর	
১২	জনাব আকরাম আলী	সদস্য, উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর	
১৩	জনাব মো: সফর আলী	সদস্য, উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর	
১৪	জনাব মো: আব্দুল মুকিত	সদস্য, উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, হবিগঞ্জ সদর	
১৫	জনাব মো: আফতাব উদ্দিন	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ সদর	
১৬	জনাব রওশন আরা বেগম	উপজেলা প: প: অফিসার,হবিগঞ্জ সদর	
১৭	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, হবিগঞ্জ সদর	
১৮	জনাব সনজিত কুমার দাস		
১৯	জনাব সুকান্ত ধর	উপজেলা কৃষি অফিসার,হবিগঞ্জ সদর	
২০	জনাব প্রানেশ চন্দ্র বর্মা	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হবিগঞ্জ সদর	
২১	জনাব মো: আসাদ হোসেন	প্রভাষক, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ	
২২	ডা: মো: ইমরানুল হক তালুকদার	মেডিকেল অফিসার,উপ: স্বাস্থ্য ও প:প: অফিস,হবি: সদর	
২৩	জনাব মো: জিয়া উদ্দিন	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ সদর	
২৪	জনাব মো: আক্কাছ আলী	প্রতিনিধি,উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, হবিগঞ্জ সদর	